নীতির প্রশ্নে আপসহীন দৈনিক জনকণ্ঠ
The Daily Janakantha
December 09, 2013

বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে উপকূলীয় এলাকায়

কাওসার রহমান ॥ দেশের উপকূলীয় এলাকায় বিনিয়োগ কমে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বার বার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তাঁরা স্থায়ী বিনিয়োগে আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে। জাল, নৌকা ইত্যাদি কেনার ক্ষেত্রেও এখন আর স্বল্প আয়ের মানুষেরা বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হচ্ছে না। এমনকি ঘরে মূল্যবান আসবাবপত্র সংগ্রহ করতেও তারা আর আগ্রহী নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কায় বরং অনেক সময় তাঁরা স্বর্ণ বা নগদ টাকা সংগ্রহে রাখাকে বেশি নিরাপদ মনে করছে। উপকূলের যেখানে দুর্যোগের ক্ষতির ঝুঁকি বেশি সেখানে এ প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) পরিচালিত সমীক্ষায় এ তথ্য উঠে এসেছে। সমুদ্র উপকূলীয় গ্রামগুলোতে পরিচালিত এ সমীক্ষায় দেখা যায়, উপকূল অঞ্চলের নারীরা বেশি বিপদাপন্ন ও ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, দুর্যোগে নারীরা পুরুষদের থেকে ভিন্ন প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, যেমন নারীরা জীবিকার ক্ষেত্রে যেমনি বেশি ক্ষতির সম্মুখীন হয়, তেমনি ত্রাণ-সামগ্রী বণ্টনের ক্ষেত্রেও বেশি বৈষম্যের শিকার হয়। তাছাড়া দুর্যোগকালীন ও পরবর্তীতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অংশগ্রহণে নারীরা সীমিত সুযোগ পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, বরগুনা জেলার পাথরঘাটা উপজেলার গ্রামগুলোতে পরিচালিত সমীক্ষায় নারীদের দুর্যোগ সম্পর্কীয় জ্ঞান-ধারণা, দুর্যোগের প্রস্তুতি, আশ্রয় কেন্দ্রের সমস্যাসহ দুর্যোগে নারীদের ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া, ক্ষতি এবং অভিযোজনের কৌশলসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

বাংলাদেশের ১৯টি উপকূলীয় জেলার অধিকাংশই প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ। আগে যেখানে ১৫-২০ বছর অন্তর বড় ধরনের কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতো বর্তমানে তা ২-৩ বছর অন্তরই হচ্ছে। গবেষণা সংস্থা ম্যাপলক্র্যাফট এবং জার্মান ওয়াচের তালিকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সবার শীর্ষে। সাম্প্রতিক সময়ে ঘূর্ণিঝড় সিডর (২০০৭), আইলা (২০০৯) এবং মহাসেন (২০১৩)-এর মতো শক্তিশালী ও ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় আঘাত হানে।

তাছাড়া উপকূলীয় ভাঙ্গন, বন্যা, জলাবদ্ধতা, সাগরের পানির উচ্চতাবৃদ্ধিসহ পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করছে যা প্রতিনিয়ত উপকূলীয় এলাকায় মানুষের জীবনযাত্রা, অবকাঠামো, শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ড ব্যাহত করছে।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিশ্বের দুর্যোগপ্রবণ দেশসমূহের মধ্যে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে মৃত্যুর হার বৃদ্ধি ও জিডিপি হ্রাসের তুলনামূলক চিত্রে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং বিশ্বব্যাংকের গবেষণা অনুযায়ী সাম্প্রতিক জলবায়ু পরিবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে।

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোস্যাল রিসার্চ পরিচালিত এ গবেষণার অন্যতম একটি বিষয় ছিল নারীদের দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী আচার-আচরণের পার্থক্যসমূহ বের করা। দেখা গেছে যে, ঘূর্ণিঝড়, সিডর ও আইলার পরবর্তীতে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দুর্যোগের প্রস্তুতি ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ফলে বর্তমানে নারীদের দুর্যোগ প্রস্তুতি কৌশলে ব্যাপকহারে পরিবর্তন এসেছে, যা তাঁদের দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস করতে সাহায্য করছে। জীবিকার উন্নয়ন এবং পরিবারের আর্থিক উপার্জনবৃদ্ধিসহ দুর্যোগ জনিত ক্ষতির মোকাবেলার জন্য উপকূলীয় এলাকায় নারীরা বিভিন্ন কাজের অথবা অভিযোজন কৌশলের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিচ্ছে।

বিআইএসআরয়ের গবেষণায় দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নারীদের অভিযোজন কৌশলসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কৌশলসমূহ সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- উপাদানগত অভিযোজন, পদ্ধতিগত অভিযোজন ও মিশ্র অভিযোজন।

গবেষণায় দেখা গেছে, কিছু অভিযোজন কৌশল শুধু নারীরা তাঁদের নিজস্ব জ্ঞান দ্বারা প্রয়োগ করে। আবার কিছু পরিবারের সদস্যদের সহযোগিতার মাধ্যমে এবং কিছু স্থানীয় এনজিওর সহযোগিতার মাধ্যমে করে থাকে। এ প্রসঙ্গে বিআইএসআরয়ের প্রধান নির্বাহী ড. খোরশেদ আলম বলেন, 'আমাদের গবেষণায় দেখা গেছে আগে যেখানে নারীরা শুধু গৃহস্থালি কাজ করত, কিন্তু এখন নারীরা পুরুষের পাশাপাশি বিভিন্ন উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করছে।'

তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, 'নারীরা এখন মাটি কাটা, মাছের পোনা আহরণ, শুঁটকি প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাড়ি-ঘরের আঙ্গিনায় শাক-সবজি চাষ, পান চাষ, কৃষি জমিতে সূর্যমুখী, ডাল, ভুট্টা, মটরশুটি ইত্যাদি চাষ, গৃহপালিত পশু-পাখি পালন এবং সামাজিক বনায়নে সুবিধাভোগী হিসেবেও অংশগ্রহণ করছে।'

বার বার প্রাকৃতিক দুর্যোগের শঙ্কা

নারীদের ক্ষেত্রে এ গবেষণায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের কিছু ইতিবাচক পরিবর্তনজনিত ভূমিকাও উঠে এসেছে বলে তিনি জানান।

যদিও সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে প্রতিবছর উপকূলীয় এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করা হচ্ছে। কিন্তু গবেষণায় দেখা যায়, উপকূলীয় এলাকায় মানুষের আর্থিক সচ্ছলতা দ্রুত আসছে না। তাছাড়া নারীদের জন্য বিকল্প টেকসই কোন কর্মেরও ব্যবস্থা নেই, যেখান থেকে তাঁরা নিয়মিতভাবে অর্থ উপার্জন করতে পারেন।

এ ছাড়া যখন মাছ ধরার মৌসুম থাকে না, তখন পুরুষেরা বছরের বিরাট একটা সময় বেকার বসে থাকছে। ফলে ওই সময়ে মহিলারা এনজিও হতে ঋণ নিচ্ছে এবং পুরুষরা দাদনদারদের কাছ থেকে সুদসহ টাকা ধার করছে, যা পরবর্তীতে সারা বছরব্যাপী পরিশোধ করতে হচ্ছে। ফলে পারিবারিক কলহ ও পরিবারের অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দিচ্ছে, ছেলে- মেয়েদের যৌতুকসহ বাল্যবিবাহ বেড়ে যাচ্ছে। বেড়ে যাচ্ছে শিশু শ্রম। বাধাগ্রস্ত হচ্ছে শিক্ষার প্রসার। মহিলা ও শিশুরা যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন শারীরিক ও মানসিক রোগ দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। এ সব সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য উপকূলীয় এলাকায় সরকারী এবং বেসরকারী উভয় খাত থেকে টেকসই বিনিয়োগ দরকার বলে সমীক্ষায় মন্তব্য করা হয়েছে।

মাঠে আখের স্তূপ, মিলে যোগান

টানা অবরোধের মুখে রাজশাহী চিনিকলে উৎপাদন বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ ১৮ দলীয় জোটের অব্যাহত হরতাল আর অবরোধের মুখে মিলে আখের যোগান না থাকায় বন্ধ হয়ে গেছে রাজশাহী চিনিকলের উৎপাদন। চলতি বছর উৎপাদন শুরুর ১৫ দিনের মাথায় শুধু রাজনৈতিক অস্থিতার কারণে মিলে উৎপাদন স্থগিত করতে বাধ্য হয়েছে কর্তৃপক্ষ। চিনিকল কর্তৃপক্ষ জানায়, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলেও আখবাহী গাড়িতে হামলার শঙ্কায় আখের যোগান না থাকায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

ক্ষেতে পর্যাপ্ত আখ নিয়ে বিপাকে পড়েছেন রাজশাহী মিলজোন এলাকার আখ চাষীরা। আখচাষীরা জানান, হরতাল-অবরোধের কারণে চিনিকল বন্ধ। এ কারণে তারা আখ কাটতে পারছে না। আর সময় মতো আখ মিলে পাঠাতে না পারায় তারা পরবর্তী আবাদ গম, মশুর ও খেশারিসহ অন্য ফসল উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ছেন।

জেলার বাঘা চারঘাট ও পুঠিয়া এলাকার আখচাষীরা জানান, তাদের মাঠে মাঠে এখন পর্যাপ্ত আখ থাকলেও টানা হরতাল অবরোধের কারণে গাড়ি বন্ধ থাকায় সময় মতো আখ কাটতে পারছেন না। কারণ আখ কেটে রাখলে শুকিয়ে যায়। এতে ওজনও কমে যায়। ফলে তারা আখ কাটা বন্ধ রেখেছেন। কেউ কেউ আখ কেটে স্তূপ করে বিপাকে পড়েছেন।

কৃষকরা জানান, আখ কাটতে না পারায় গম, মশুর ও খেশারিসহ এবার অন্য ফসল চাষেও নামতে পারছেন না। বাঘার তেঁথুলিয়া গ্রামের কৃষক আলমঙ্গীর জানান, এমনিতেই আগের চেয়ে আখ চাষ কমে গেছে। তার ওপরে দেশের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় এখন আখ নিয়েই বিপাকে পড়েছেন তাঁরা। বাউসা গ্রামের আব্দুল মালেক বলেন, তাঁর আড়াই বিঘা জমির (মুড়ি) আখ কেটে এই মুহূর্তে গম রোপণ করার কথা। কিন্তু হরতাল-অবরোধের কারণে চিনিকল বন্ধ থাকায় আখ কাটতে পারছেন না। এতে রবিশস্য উৎপাদনে পিছিয়ে পড়ছেন।

বাঘা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা হাবিবুল ইসলাম বলেন, চিনিকল বন্ধ থাকায় আখ চাষীরা সবচেয়ে ক্ষতির মুখে পড়েছেন। অন্য ফসল চাষেও মাঠে নামতে পারছেন না। অথচ দ্রুত রবিশস্যে চাষের সময় চলে যাচ্ছে।

প্রসঙ্গত, এবার মিলজোন এলাকায় ২০ হাজার ২০৭ একর জমিতে আখের চাষ হয়েছে। চলতি মৌসুমে আখ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩ লাখ ৮৪ হাজার মেট্রিক টন নির্ধারণ করে গত ২২ নবেম্বর থেকে উৎপাদন শুরু করেছিল রাজশাহী চিনিকল।